দর্শনা রেলবন্দরে আমদানি কমায় রাজস্বে ধস, কর্মহীন ট্রাকচালক ও শ্রমিকরা

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে রেলপথের মাধ্যমে বাণিজ্যের অধিকাংশ আমদানি হয়ে থাকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা রেলবন্দর দিয়ে।

বর্তমানে দর্শনার এই আন্তর্জাতিক রেলস্টেশন দিয়ে ভারত থেকে পণ্য আমদানি কমেছে ৪৫ শতাংশ। বন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি কমে যাওয়ায় ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি শ্রমিকরাও কর্মহীন হয়ে পড়েছেন।

স্থানীয় ট্রাকচালক ও শ্রমিকেরা বলছেন, কাজ না থাকায় তাদের অলস সময় পার করতে হচ্ছে, যার প্রভাব পড়ছে সংসার খরচে। এভাবে চলতে থাকলে তাদের পথে বসা ছাড়া উপায় থাকবে না।

ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ীরা বলছেন, “আমরা খুব খারাপ সময় পার করছি। আমদানি না থাকায় রেল ইয়ার্ডে আগের মতো কর্মব্যস্ততা নেই। আমাদের ট্রাকচালক ও শ্রমিকেরা কর্মহীন হয়ে পড়েছেন।”

সিঅ্যান্ডএফ ব্যবসায়ীরা জানান, “দর্শনা রেলপোর্ট অনেক পুরাতন ও ঐতিহ্যবাহী। দর্শনা রেলপোর্ট দিয়ে সবসময় প্রচুর পরিমাণে পণ্য আমদানি হয়ে থাকে। বর্তমানে আমদানি শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমদানি বাড়লেই কাজের গতি ফিরবে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলইয়ার্ডে।”

দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলস্টেশনের সুপারিনটেনডেন্ট মির্জা কামরুল হক বলেন, “এক বছরের ব্যবধানে রাজস্ব কমেছে ১৫ কোটি ৫৪ লাখ টাকা। ভারত থেকে মালবাহী ওয়াগনে করে ভুট্টা, পাথর, পেঁয়াজ, চায়না ক্লে, ফ্লাই অ্যাশ, জিপসামসহ বিভিন্ন পণ্য আমদানি হতো।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৯ হাজার ৭৪৯ ওয়াগনে ৫ লাখ ৭৬ হাজার ৫৫৯ টন পণ্য আমদানি হয়, যা থেকে সরকারের রাজস্ব আয় হয় ২৬ কোটি ৯৪ লাখ টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪ হাজার ৪৮৬ ওয়াগনে করে ২ লাখ ৫২ হাজার ১০১ টন পণ্য আমদানি হয়, যা থেকে রাজস্ব আয় হয় ১১ কোটি ৪০ লাখ টাকা। এতে করে আমরা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম রাজস্ব আয় করেছি।”

মেহেরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের চার দিন পর প্রাণ গেল শ্রমিকের

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চার দিন মৃত্যুর সাথে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন মেহেরপুরের নির্মাণ শ্রমিক তারিক। আজ বৃহস্পতিবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

তারিক সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ার মৃত খোকনের ছেলে। গত রবিবার দুপুরে শহরের জার্মান বাংলা এলাকায় সেলিম নামের এক ব্যক্তির পাঁচতলা নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ভবনের রড বাঁধার কাজ করছিলেন তারিক। এ সময় অসাবধানতাবশত রড বিদ্যুতের মেইন লাইনের তারে স্পর্শ করলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন। পরে সহকর্মী শ্রমিক ও স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। তার শরীরের বেশ কিছু অংশ পুড়ে যাওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে রেফার্ড করেন।

মেহেরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নির্মাণ শ্রমিক আহত

মেহেরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তারিক নামের এক নির্মাণশ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন।

রোববার দুপুরে শহরের জার্মান বাংলা এলাকায় সেলিম নামের এক ব্যক্তির পাঁচতলা নির্মাণাধীন ভবনে রড বাঁধাইয়ের কাজ করার সময় এ

ঘটনা ঘটে।

আহত তারিক সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ার মৃত খোকনের ছেলে।

জানা গেছে, ভবনের রড বাঁধাইয়ের কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত রড বিদ্যুতের মেইন লাইনের সংস্পর্শে এলে তারিক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন। পরে অন্যান্য শ্রমিক ও স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। তার শরীরের বেশ কিছু অংশ পুড়ে যাওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ঢাকা বার্ন ইউনিটে রেফার করেন।

আলমডাঙ্গায় ট্রেনে কেটে কাঠমিল শ্রমিকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় ট্রেনে কেটে সোহেল আহম্মেদ (৪৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গত সোমবার রাতে আলমডাঙ্গা রেলস্টেশনের অদূরে লাইনের সিগন্যালের নিকট ডাউন রকেট ট্রেনে কেটে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মৃত সোহেল আলমডাঙ্গার গোবিন্দপুর সোহাগ মোড়ের নেপাল আলীর ছেলে। রেলওয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে।

স্থানীয়রা জানান, আলমডাঙ্গা রেলস্টেশনের লাইন দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিলেন। ডাউন লাইনের সিগনাল এলাকায় পৌঁছালে ট্রেনে কাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখেন তিনি। স্থানীয় লোকজনকে জানালে তারা সোহাগ মোড়ের সোহেল আহম্মেদের লাশ বলে শনাক্ত করেন। লাশের পাশে পড়ে থাকা তার ব্যাগে মধ্যে নেশার ইনজেকশন ছিল।

স্থানীয়রাদের ধারণা সোহেল দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত ছিল । হয়তো মাদক সেবনের জন্য রেলস্টেশন এলাকায় যেতে পারে।

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। কারখানায় কাজ করার সময় ঘটে দুর্ঘটনা, এলাকায় শোকের ছায়া। আলমডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পচা (৫০) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গকতাল বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার হাটবোয়ালিয়া আমতৈল পালপাড়ায় একটি মাটির রিং স্লাব (পাট) তৈরির কারখানায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, ভোরে প্রতিদিনের মতো পচা কারখানায় কাজে যোগ দেন। কাজের একপর্যায়ে টিউবওয়েলের সঙ্গে লাগানো মোটরে হাত দিলে তিনি বিদ্যুতায়িত হন। এ সময় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সহকর্মীরা চিৎকার শুরু করলে স্থানীয়রা দৌড়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। তবে এ ঘটনায় কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে তিনি ওই কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রতিবেশীরা জানান, তিনি পরিশ্রমী ও শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। হঠাৎ মৃত্যুর ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাসুদুর রহমান বলেন, “ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এটি একটি দুর্ঘটনা। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।”

মেহেরপুরের বারাদীতে বিএডিসি শ্রমিকদের বিক্ষোভ সমাবেশ

বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশনের আন্দোলন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিএডিসি, বারাদী কৃষি খামারে ২০২৫ এর নীতিমালা বাতিল ও ২০১৭ সালের নীতিমালা বহালের দাবীতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে খামার শ্রমিকেরা।

রবিবার বিকাল সাড়ে ৫ টায় মেহেরপুর বীজ উৎপাদন খামার প্রাঙ্গনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রমিকদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বারাদী খামার প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়ে বারাদী বাজার প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে প্রতিবাদ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২৫ সালে যে শ্রমিক নীতিমালা তৈরী করা হয়েছে তা শ্রমিকদের স্বার্থ বিরোধী। আমরা এই নীতিমালা বাতিল ও ২০১৭ সালের নীতিমালার বাস্তবায়ন চাই।

এ সময় বক্তব্য রাখেন চিৎলা ভিত্তি পাটবীজ খামার শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি আব্দুস সাত্তার, যুগ্ন সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, চিৎলা খামার শ্রমিক ইউনিয়ন উপদেষ্টা আক্তারুজ্জামান ও বারাদী খামার শ্রমিক সর্দার রফিকুল ইসলাম নান্নু।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বারাদী ফার্ম শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মুকুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালামসহ খামারের বিভিন্ন ব্লকের শ্রমিকেরা।

মেহেরপুরে পল্লী বিদ্যুতের

পোল চাপায় শ্রমিকের মৃত্যু

মেহেরপুরের পুলিশ লাইন পাড়া মসজিদের মোয়াজ্জেম গিয়াস উদ্দিন খন্দকার (ইনু) (৬৮) পল্লী বিদ্যুতের একটি পোল চাপায় প্রাণ হারিয়েছেন।

গিয়াস উদ্দিন খন্দকার পুলিশ লাইন পাড়ার মৃত জামাল উদ্দিন খন্দকারের ছেলে। মসজিদের মোয়াজ্জেমের পাশাপাশি তিনি পল্লী বিদ্যুতের পোলের কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন।

আজ রবিবার সকাল ৯টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে পল্লী বিদ্যুতের পোলের কাজ করার সময় একটি পোল চাপায় মারা যান তিনি।

স্থানীয়রা জানান, সড়কের তেলপাম্পের সামনে পল্লী বিদ্যুতের পোল তোলার কাজ চলাকালীন হঠাৎ একটি পোল গিয়াস উদ্দিনের ঘাড় ও বুকের ওপর পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

মেহেরপুরে টাইলস, পাইপ ও স্যানিটারি শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন সম্পন্ন

মেহেরপুর সদর উপজেলা টাইলস, পাইপ ও স্যানিটারি নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ চলে।

সভাপতি পদে মোহর আলী খান তুষার ১৯৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। সহ-সভাপতি পদে উজ্জ্বল আলী ২১২ ভোট পান। সাধারণ সম্পাদক পদে আনোয়ার হোসেন মুন্না ১৯৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। এছাড়া সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে শামীম রেজা ১৯০ ভোট এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নাজমুল করিম মুক্তা ২৮২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন।

নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন, অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন। সহকারী নির্বাচন কমিশনার ছিলেন, অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান ও অ্যাডভোকেট মোখলেসুর রহমান খান নির্বাচন পরিচালনা করে।

কোটচাঁদপুর মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার শিশারকুন্ডু গ্রামে নির্মাণ শ্রমিক রুহুল আমিন (২৫) মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কোটচাঁদপুর-কালীগঞ্জ সড়কের কাশিপুর নামক স্থানে ঘটনাটি ঘটে। তিনি শিশারকুন্ডু গ্রামের হামিদুল ইসলামের ছেলে।

জানা যায়, রুহুল আমিন পেশায় একজন নির্মাণ শ্রমিক। বুধবার সকালে মোটরসাইকেলযোগে কালীগঞ্জের কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কাশিপুর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা আলমসাদুর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে রুহুল আমিন ঘটনাস্থলেই মারা যান।

খবর পেয়ে কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

রাজনীতির শ্রমিক: আদর্শহীন আনুগত্যের নতুন নাম

দেশের রাজনৈতিক পরিসর এক আশ্চর্য রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্রের চর্চা, মত প্রকাশের অধিকার ও জনগণের অংশগ্রহণ এখন অনেকটাই প্রতীকী। এর পরিবর্তে সামনে এসেছে এমন একটি বাস্তবতা, যেখানে রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে একটি বিশেষ শ্রেণি “রাজনীতির শ্রমিক”। এরা আদর্শের নয়, আনুগত্যের ভিত্তিতে রাজনীতিতে সক্রিয়; এবং তাঁদের রাজনৈতিক ভূমিকা অধিকাংশ সময়েই সীমাবদ্ধ থাকে ক্ষমতার পক্ষে শ্রম প্রদান ও প্রতিপক্ষ দমনে সক্রিয় অংশগ্রহণে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন নেতৃত্বের সংকট এখন গভীর বাস্তবতা। স্বাধীনতার পর থেকে এদেশের রাজনীতিতে বেশ কয়েকটি প্রজন্ম নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এক ধরনের স্থবিরতা লক্ষণীয় নেতৃত্ব কাঠামো পুরোনো, মুখ একই, কণ্ঠস্বরও চেনা। প্রশ্ন উঠছে: আজকের তরুণেরা কোথায়? ভবিষ্যতের নেতৃত্ব কোথা থেকে আসবে?

এক সময়ের ছাত্র রাজনীতি ছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মূল প্ল্যাটফর্ম। আজ তা অনেক ক্ষেত্রেই সহিংসতা, চাঁদাবাজি ও দলীয় আজ্ঞাবহতায় পরিণত হয়েছে। আদর্শিক রাজনীতির জায়গায় এসেছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপার্জনের চিন্তা। ফলে তরুণদের মধ্যে রাজনীতিকে ক্যারিয়ার হিসেবে দেখার আগ্রহ কমে গেছে। যেসব তরুণ এখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারাও বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছেন।

শেখ হাসিনা দীর্ঘ সময় ধরে শাসন ব্যবস্থায় থাকার ফলে মাঠপর্যায়ে এক ধরনের ‘দলভিত্তিক শ্রম বাজার” গড়ে উঠেছে। এখানে রাজনীতিকরা আদর্শিক বক্তব্য দেন না; বরং নেতা কী বলছেন, তা অন্ধভাবে অনুসরণ করাই যেন একমাত্র কাজ। শোডাউন, মিছিল, পোস্টার লাগানো, এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার চালানো পর্যন্ত সবই এখন একপ্রকার পেশা, যার বিনিময়ে পাওয়া যায় পদ, সুযোগ বা সরাসরি আর্থিক সুবিধা।

এই ধরনের রাজনীতি শ্রমিকদের কাছে রাজনীতি হলো লেনদেনের মাধ্যম আদর্শ নয়, বরং সুবিধার সূত্র।

বিরোধী রাজনীতির শ্রমিক সংকট। ওইসময়, বিরোধী দল বিশেষ করে বিএনপি ও বাম ধারার দলগুলো রাজপথে সক্রিয় শ্রমিক-কর্মী হারিয়ে ফেলে। কোটা বিরোধী আন্দোলনে কেষ হাসিনা সরকারের পতনের পরে সেই সংকট কাটিয়ে ওঠে বিএনপি। এখন বিএনপিতে রাজনীতির শ্রমিকে জয় জয়কার। এখানে আদর্শে বিশ্বাসী কিছু মানুষ এখনও আছেন, তবে তাঁদের সক্রিয়তা তুলনামূলকভাবে কম।

এ বাস্তবতায় দেখা যায়, শ্রমিক-কেন্দ্রিক রাজনীতি শুধু ক্ষমতাসীন পক্ষেই নয়, বিরোধীতায়ও এক ধরনের শূন্যতা সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতি একসময় ছিল চিন্তার মঞ্চ, নেতৃত্ব গড়ার প্ল্যাটফর্ম। আজ তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রূপ নিয়েছে সংঘবদ্ধ পেশাগত কর্মকাণ্ডে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ছাত্র সংগঠনের নামে চলে টর্চার সেল, চাঁদাবাজি, নিয়ন্ত্রণের লড়াই। ছাত্ররা শিক্ষার্থী নয়, বরং নেতা ও উপরের মহলের ‘বিশ্বাসভাজন কর্মী’ হয়ে ওঠে এবং সেটাই তাদের “রাজনৈতিক যোগ্যতা”। তাদের মধ্যে অনেকে বছরের পর বছর ছাত্রত্ব বজায় রেখে রাজনীতি করে চলেন একটা ‘ক্যাডার সংস্কৃতি’র প্রতিনিধিত্ব করেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনীতির এক নতুন মঞ্চ তৈরি হয়। যেখানে রাজনৈতিক শ্রমিকরা ফেসবুক পোস্ট, ইউটিউব লাইভ, বা ভিডিও কনটেন্টের মাধ্যমে ‘নেতার পক্ষে’ কথা বলেন, বিরোধী মতকে আক্রমণ করেন। তাঁদের অনেকেই এই কাজের বিনিময়ে আর্থিক উপার্জন বা সুযোগ সুবিধা পান।

এটি একধরনের “ডিজিটাল দালালি”, যা মূলত রাজনীতিকে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা থেকে সরিয়ে এনে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচারণার যন্ত্রে পরিণত হয়ে ওঠে। এখনও এই চর্চা চলমান।

রাজনীতির এই শ্রমিকতন্ত্র কেবল দলীয় গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরেও এর প্রতিফলন দেখা যায়। নিয়োগ, বদলি, উন্নয়ন প্রকল্প, এমনকি পুলিশের মামলাতেও দলীয় পরিচয় নির্ধারণ করে দেয় কে ‘অপরাধী’ আর কে ‘ভিকটিম’। রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই সংস্কৃতি যদি চলতেই থাকে, তবে রাজনীতি কেবলই ক্ষমতা রক্ষার উপকরণে পরিণত হবে। গণতন্ত্র থাকবে শুধু ভোটের দিনটিতে, আর বাকিটা সময় থাকবে নির্দিষ্ট দলের মুখপাত্রদের হাতে যাঁরা আদর্শ নয়, নির্দেশ পালন করতেই উৎসাহী।

সেই দায় দলগুলোর যেমন, তেমনি সমাজ ও নাগরিকদেরও। এখনই সময় প্রশ্ন তোলার, জবাব চাওয়ার, এবং নতুন এক রাজনীতি কল্পনার। যেখানে মানুষ হবে রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্র্র, আর রাজনীতি হবে মত, বিবেক ও মূল্যবোধের জায়গা শ্রম বিক্রির নয়।

দলগুলোর অভ্যন্তরীণ কাঠামোতে গণতন্ত্রের অভাব যেমন নতুন নেতৃত্ব ঠেকিয়ে রাখে, তেমনি জাতীয় রাজনীতিতে বিরোধী মতকে দমন করার প্রবণতা রাজনীতিকে একমাত্রিক করে তোলে। ভিন্নমতের বিকাশ না থাকলে নেতৃত্বের বিকাশও থেমে যায়।

নতুন নেতৃত্ব গড়তে হলে- দলীয় নেতৃত্বে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হবে। নেতৃত্ব নির্বাচন হতে হবে ভোটের মাধ্যমে, নিযুক্তির মাধ্যমে নয়। ছাত্র রাজনীতিকে আদর্শভিত্তিক ও শিক্ষাবান্ধব করতে হবে। ক্যাম্পাসে নিয়মিত ও নিরপেক্ষ ছাত্র সংসদ নির্বাচন চালু করা জরুরি।

নতুন নেতৃত্বের জন্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে। মিডিয়া, সেমিনার, গবেষণা ও নীতি আলোচনা সভায় তরুণদের অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে হবে।
রাজনীতিকে পেশাগতভাবে সম্মানজনক করতে হবে। দুর্নীতি ও সহিংসতা থেকে মুক্ত করে এটিকে আকর্ষণীয় ও নৈতিক জায়গায় ফিরিয়ে আনা দরকার।

বিরোধী মতের প্রতি সহনশীলতা বাড়াতে হবে। গণতন্ত্র মানে শুধু নির্বাচন নয়, বরং প্রতিটি স্তরে ভিন্নমতের সহাবস্থান। বাংলাদেশের জনসংখ্যার বড় একটি অংশ তরুণ। এরা যদি রাজনীতির বাইরেই থাকে, তাহলে নেতৃত্বের সংকট কেবল আরও গভীর হবে। রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে একসঙ্গে কাজ করে নেতৃত্ব তৈরির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। ভবিষ্যতের রাজনীতি যেন কিছু মুখ বা পরিবারের হাতে না আটকে থাকে, বরং হয়ে ওঠে জনসম্পৃক্ত, দায়বদ্ধ এবং নবীন নেতৃত্বনির্ভর সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

লেখক ও সাংবাদিক